কুরআন ও দীনি ইলম শিক্ষার বিনিময় পারিশ্রমিক নেওয়া

أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم

লেখক: প্রফেসর ড . আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক আলে সাইফ

أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

অনুবাদ : আব্দুল্লাহ আল মামুন আল -আযহারী

ترجمة: عبد الله المأمون الأزهري

2

কুরআন ও দীনি ইলম শিক্ষার বিনিময় পারিশ্রমিক নেওয়া

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনমূলক কাজ যেমন কুরআন ও দীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া এবং এ জাতীয় কোন কাজ সম্পাদনের মূল উদ্দেশ্য হলো সাওয়াবের নিয়াতে মহান আল্লাহর সন্তুষ্ট লাভের প্রত্যাশায় কার্য সম্পাদন করা। এর দ্বারা দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য লাভের প্রত্যাশা না করা। নি:সন্দেহে এ ধরণের নিয়াত করা উত্তম। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এটিই করেছেন।
ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন, সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও উম্মতের বিখ্যাত আলেমগণ পারিশ্রমিক ছাড়াই কুরআন, হাদীস ও ফিকহ শিক্ষা দিতেন। তাদের কেউ বেতনের বিনিময়ে কখনও কাউকে শিক্ষা দিতেন না।

1

কুরআন ও দীনি ইলম শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণে মতানৈক্যস্থান: এখানে আলোচনা হচ্ছে বিশেষ করে শর‘ঈ ইলমের ব্যাপারে যা শিক্ষা দিয়ে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য তথা সাওয়াব অর্জন করে; এ জাতীয় ইলম ব্যতীত অন্য সব ইলমের ব্যাপারে আলোচনা নয়।

2

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. এর অগ্রাধিকার:
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. প্রয়োজনের তাগিদে দীনি ইলম শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে জায়েয বলেছেন; যদিও তার এ মত হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশের মতের বিপরীত।

3

মতানৈক্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা:
1- ফিকহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, প্রয়োজনীয় উপকারী শর‘ঈ ইলম শিক্ষার বিনিময়ে বাইতুল মাল (ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে জীবিকা নির্বাহের খরচাদি গ্রহণ করা জায়েয। এমনিভাবে মতানৈক্যস্থল রয়েছে সেসব ইলম শিক্ষা দিয়ে বিনিময় গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষ করে যে
ইলম শিক্ষা দিয়ে ব্যক্তি সাওয়াবের অধিকারী হয়।

4

2- উপরোক্ত প্রকারের শর‘ঈ ইলম শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের ব্যাপারে তিনটি মতামত বয়েছে।
এ মাস‘আলার ব্যাপারে আলেমদের অভিমতসমূহ:
প্রথম অভিমত: কুরআন ও দীনি ইলম শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয নেই। এটি হানাফী মাযহাবের অভিমত।

5 কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া
জায়েয নেই- এটি হাম্বলী মাযহাবেরও মতামত। আর তাদের মতে হাদীস ও ফিকহ শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ না জায়েয হওয়া আরো অধিক স্পষ্ট। এটিই তাদের মাশহুর মত।

6

1 মুখতাসারুল ফাতাওয়া আলমিসরিয়্যাহ, পৃ. 481; মাজমু‘উল ফাতাওয়া, (30/204)।
2 শারহুল মুনতাহা, (2/366)।
3 মাজমু‘উল ফাতাওয়া, (23/367), (24/316), (30/204-208, 192-193, 202); আলফাতাওয়া আলকুবরা, (3/33); আলফুরু‘, (4/435); আলমুবদি‘, (5/90); আলইখতিয়ারাত, পৃ. 152; আলমুসতাদরাক, (4/51)।
4 আলমুগনী, (8/138); আলফাতাওয়া আলকুবরা, (30/206); আততাজ ওয়াল ইকলীল, (2/117); মাওয়াহিবুল জালীল, (1/456); আলমাউসূ‘আহ আলফিকহিয়্যাহ, (33/101); হাশিয়াতু ইবন কাসিম, (5/321); আহকামুত তাসাররুফ ফিল মানাফি‘ই, পৃ. 135; আহকামুত তাসাররুফ ফিল কাসবিল হারাম, পৃ. 438।
5 আলমাবসূত, (16/37); বাদায়ি‘উস সানাই‘, (4/191-194); তাবয়ীনুল হাকায়িক, (5/124); আলজাওহারাতুন নাইয়্যেরাহ, (1/269); আলবাহরুর রায়িক, (8/22); মাজমা‘উল আনহার, (2/384); শারহুল ‘ইনাআহ, (9/97-98); দুরারুল হুককাম, (2/233); হাশিয়াতু ইবন ‘আবিদীন, (6/58)।
6 আলমুহাররার, (1/357); রুঊসুল মাসায়িলিল খিলাফিয়্যাহ লিল‘আবারী, (3/1003); আলমাযহাব আলআহমদ, ইবনুল জাওযী, পৃ. 108; আলমুগনী, (8/138); আশশাহুল কাবীর, (3/332); আলফুরু‘, (4/435); আলআদাবুশ শার‘ঈয়্যাহ, (1/74); আলমুবদি‘, (5/90); তাসহীহুল ফুরু‘, (4/435); আলইনসাফ, (6/46); কাশশাফুল কিনা‘, (4/12); শরহুল মুনতাহা, (2/360); আররাওদুল মুরবি‘, (5/321); মাতালিবু উলিন নুহা, (3/637); মাসায়িলুল ইমাম আহমদ আলফিকহিয়্যাহ আলমানকূলাতুন ‘আনহু ফি তাবাকাতিল হানাবিলাহ লিআবী ই‘আলাহ ফি গাইরিল ইবাদাত, পৃ. 215।

দ্বিতীয় অভিমত : পুরোপুরিভাবে জায়েয। আর এটি পরবর্তী যুগের হানাফী মাযহাবের আলেমদের অভিমত[7], এটি কতিপয় মালেকী [8], ইমাম শাফে ‘ঈর স্পষ্ট বক্তব্য [9], ইমাম আহমদের থেকে একটি বর্ণনা [10] এবং ইবন হাযাম রহ .ও[11] এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

তৃতীয় অভিমত : কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয ; তবে ফিকহ, হাদীস ও এ ধরণের অন্যান্য ইলম শিক্ষা দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নেই। এটি শাফে ‘ঈ মাযহাবের অভিমত। [12]

চতুর্থ অভিমত : কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয ; ফিকহ, হাদীস ও এ ধরণের শর ‘ঈ অন্যান্য ইলম শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক নেওয়া মাকরূহ। এটি মালেকী মাযহাবের অভিমত। [13]

পঞ্চম অভিমত : প্রয়োজন থাকলে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয ; তবে প্রয়োজন না থাকলে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয নেই। এটি হাম্বলী মাযহাবের তৃতীয় অভিমত [14] এবং ইবন তাইমিয়্যাহ রহ . এ অভিমতটি অগ্রাধিকার দিয়েছেন ও পছন্দ করেছেন।

প্রথম অভিমত পোষণকারীদের দলিল : তারা কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পুরোপুরিভাবে নিষেধ করেছেন।

প্রথমত : কুরআনের দলিল:

1- আল্লাহ তা ‘আলা বলেছেন,

﴿وَلَا تَشۡتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗا وَإِيَّٰيَ فَٱتَّقُونِ ٤١﴾ [البقرة: ٤١]

“আর তোমরা আমার আয়াতসমূহ সামান্যমূল্যে বিক্রি করো না এবং কেবল আমাকেই ভয় কর।”[15]

দলিলের যৌক্তিকতা : এ আয়াতটি প্রমাণ করে যে , আল্লাহর আয়াতসমূহ যেমন কুরআন এবং যা কুরআনের অর্থে অন্যান্য শর ‘ঈ ইলমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হারাম। [16]

এ দলিলের জবাবে বলা যায় ,

(ক) আয়াতে বনী ইসরাঈলদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আর এ বিধান আমাদের পূর্ববর্তী শরী ‘আতের বিধান , যা আমাদের জন্য প্রযোজ্য হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে রয়েছে মতানৈক্য।

তবে এ যুক্তি খণ্ডনে বলা যায় যে :

পূর্ববর্তী শরী ‘আতের সেসব বিধান আমাদের শরী ‘আতে প্রযোজ্য হবে যতক্ষণ না আমাদের শরী‘আতে উক্ত বিধানের বিপরীত কিছু নাযিল না হয়।

তাছাড়া আয়াতের খিতাব তথা যাদেরকে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে তা ‘আম তথা ব্যাপকতর। আর উসূলে ফিকহের কায়েদা হলো , ‘শব্দের ব্যাপকতার দ্বারা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় , নির্দিষ্ট কারণের দ্বারা নয়। ’

---

[7] শরহুল ‘ইনাআহ, (9/97-98); শরহু ফাতহিল কাদীর , (9/97); হাশিয়াতু ইবন আবিদীন , (6/58); আলবিনায়াহ, (9/342)।

[8] আত-তাজ ওয়াল ইকলীল, (7/537-539); হাশিয়াতুদ দুসূকী , (4/18)।

[9] আল-উম্ম , (2/140)।

[10] আলমুহাররার , (1/357); আলমুগনী, (8/138); আশশারহুল কাবীর , (3/332); আলআদাবুশ শার‘ঈয়্যাহ , (1/44); আলফুরু‘, (4/435); আলইনসাফ, (6/46); তাসহীহুল ফুরূ ‘, (4/435); আলমুবদি‘, (5/90); মাতালিবু ঊলিন নুহা , (3/637)।

[11] আলমুহাল্লা, (7/4)।

[12] রাওদাতুত তালিবীন , (5/188); আসনাল মাতালিব , (2/41); নিহায়াতুল মুহতাজ , (5/293); শারহুল গুরারুল বাহিয়্যাহ , (3/318-321); হাশিয়াতু কালয়ূবী ওয়া ‘উমাইরাহ , (3/76); তুহফাতুল মুহতাজ , (6/157); হাশিয়াতুল জামাল , (3/540); আততাজরীদু লিনাফ‘ইল ‘উবাইদ, (3/171)।

[13] আলমুদাওয়ানাহ , (1/160); আলকাফী, (2/755); আলযাখীরাহ, (5/405); আততাজ ওয়াল ইকলীল, (7/534); মাওয়াহিবুল জালীল , (5/418); হাশিয়াতুল খারাশী , (7/17); আলফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী , (2/115); হাশিয়াতুল ‘আদবী ‘আলা শারহি কিফায়াতুত তালিবর রাব্বানী , (2/197); হাশিয়াতুদ দুসূকী , (4/16); মিনহুল জালীল , (7/476)।

[14] মাজমু ‘উল ফাতাওয়া: (23/367), (24/316); আলফুরু‘, (4/435); আলইনসাফ, (6/46); আলমুবদি‘, (5/90); আলইখতিয়ারাত, পৃ . 152।

[15] সূরা আলবাকারা , আয়াত: 41।

[16] আলজামে‘উ লিআহকামিল কুরআন, (1/334)।

([illegible]) [illegible][17]

([illegible]) [illegible]

2- [illegible],

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ١٥٩ ﴾ [البقرة: ١٥٩]

"[illegible]"[18]

[illegible]: [illegible], [illegible][19]

[illegible]:

([illegible]) [illegible]

([illegible]) [illegible]; [illegible]

3- [illegible],

﴿ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ٢٩ ﴾ [هود: ٢٩]

"[illegible], [illegible]"[20]

[illegible][21]

[illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible][22]

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible]:

4- [illegible], [illegible],

"مَنْ أَخَذَ قَوْسًا عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ قَلَّدَهُ اللهُ قَوْسًا مِنْ نَارٍ".

[17] [illegible], (1/336); [illegible], (2/96)

[18] [illegible], [illegible]: 159

[19] [illegible], (2/185); [illegible], (2/151)

[20] [illegible], [illegible]: 29

[21] [illegible] 51; [illegible] 90; [illegible] 57; [illegible] 86; [illegible] 40; [illegible] 109, 127, 145, 164, 180; [illegible] 20 [illegible] 21 [illegible], (2/20)

[22] [illegible], (3/20)

“[illegible] ([illegible]) [illegible]” [illegible] [23]

[illegible]:

([illegible]) [illegible]

[illegible]: [illegible].[24]

([illegible]) [illegible][25] [illegible], [illegible]

5- [illegible] ‘[illegible],

قَالَ: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ، وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأَسْأَلَنَّهُ فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ، وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا»

[illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible] ‘[illegible], [illegible]! [illegible], [illegible] ‘[illegible], “[illegible], [illegible]” [illegible], [illegible][26]

[illegible]:

([illegible])[27] [illegible], [illegible]

[illegible]: [illegible] ‘[illegible] ([illegible]) [illegible][28]

([illegible]-[illegible] ‘[illegible][29] [illegible], [illegible] ([illegible])

[illegible]: [illegible], [illegible][30]

([illegible]) [illegible]

---

[23] [illegible], [illegible] 11685, (6/126), [illegible], [illegible]. [illegible] (1/113) [illegible] 256 [illegible]

[24] [illegible], (4/138); [illegible], (1/113)

[25] [illegible], (5/322)

[26] [illegible], (5/315); [illegible], (3/264), [illegible] ‘[illegible], [illegible] 3416; [illegible], (2/729), [illegible] (12), [illegible] (8) [illegible] 2157, [illegible]. [illegible], (1/115)

[27] [illegible], [illegible] 6 [illegible], 152 [illegible]. [illegible], (543); [illegible], (10/258)

[28] [illegible], (4/137); [illegible], (10/258) [illegible]

[29] [illegible] ‘[illegible], [illegible], (.111)

[30] [illegible], (4/137)

[illegible][31] [illegible]

([illegible]) [illegible]

6- [illegible]

قَالَ: عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ» ، فَرَدَدْتُهَا

[illegible][32]

[illegible]

[illegible]:

([illegible]) [illegible]

([illegible]) [illegible][33]

7- [illegible]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ نَقْتَرِئُ، فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ كِتَابُ اللَّهِ وَاحِدٌ، وَفِيكُمُ الْأَحْمَرُ وَفِيكُمُ الْأَبْيَضُ وَفِيكُمُ الْأَسْوَدُ، اقْرَءُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ يُتَعَجَّلُ أَجْرُهُ وَلَا يُتَأَجَّلُهُ»

[illegible][34] [illegible][35]

[illegible]:

[illegible]:

([illegible]) [illegible]

[31] [illegible], (5/322)

[32] [illegible], (2/730), [illegible] (12), [illegible] 8, [illegible] 2158, [illegible], (2/8), [illegible] 1751

[33] [illegible], (2/730); [illegible], (3/12); [illegible], (5/322); [illegible], (3/278); [illegible], (3/21)

[34] [illegible], (1/220), [illegible], [illegible] 831, [illegible], (1/157), [illegible] 741

[35] [illegible], (3/357); [illegible], (1/220), [illegible], [illegible] 831, [illegible], (1/156), [illegible] 740

ছিলো। পরবর্তীতে ইসলাম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার -প্রসার হওয়ায় কুরআন শিক্ষা করার ফরয হুকুমটি রহিত হয়ে যায়। এরপরে ফরযে আইনের বিধানটি আর অবশিষ্ট রইল না।[36]

তবে এ দলিলের উত্তরে বলা যায় যে, কোন বিধান নসখ বা রহিত হওয়া দাবী করলে সে দাবীর স্বপক্ষে দলিল থাকতে হবে।

কেউ কেউ আবার উপরোক্ত জবাবের প্রতিবাদ করেছেন এ মর্মে যে, উপরোক্ত দাবীটি নসখ ছিলো না ; বরং সময়ের পরিবর্তনের সাথে অবস্থার পরিবর্তন হয়, সে ভিত্তিতে হুকুমেরও পরিবর্তন হয়।

(খ) হাদীসে নিষেধাজ্ঞার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যারা প্রয়োজন ছাড়া কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথবা তিলাওয়াতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে ; শিক্ষার বিনিময় নয়।

8- 'ইমরান ইবন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

«مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ بِهِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ»

"যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে সে যেন আল্লাহর কাছেই কেবল যাচ্ঞা করে (এর বিনিময় প্রার্থনা করে)। অচিরেই এমন একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুরআন পড়বে এবং এর অসীলা দিয়ে মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইবে।" আহমদ ও তিরমিযী।[37] আব্দুর রহমান ইবন শিবল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।[38] তাছাড়াও এ হাদীসে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস রয়েছে।[39]

এ দলিলের পর্যালোচনা :

(ক) ইমাম তিরমিযী রহ. ইমরান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসের সম্পর্কে বলেছেন, হাদীসটি হাসান। তবে হাদীসের সনদ অনুরূপ (হাসান) নয়। তিনি এর দ্বারা সনদের দুর্বলতাকে বুঝিয়েছেন।[40]

(খ) তাছাড়া পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তিলাওয়াত করার ব্যাপারে আদেশটি প্রযোজ্য ; শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।[41]

9- আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন 'আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ»

"আমার নিকট থেকে একটি আয়াত হলেও তা প্রচার করবে। বনী ইসরাঈলের বরাতে কথা বর্ণনা করতে পার, এতে কোন দোষ নেই।" বুখারী।[42]

এ হাদীস দ্বারা দলিল প্রদানের যৌক্তিকতা : উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআন ও সুন্নাহ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া ফরয। আর ফরয আদায়ের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয নেই।

এ দলিলের প্রত্যুত্তরে বলা যায় :

(ক) যুদ্ধের সময় যোদ্ধাদের উপর জিহাদ করা ফরয ; অথচ জিহাদের গনীমত গ্রহণ করা জায়েয।

(খ) নিষেধাজ্ঞা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যারা দুনিয়াবী উদ্দেশ্য হাসিল করতে কুরআন শিক্ষা দেয়। অন্যদিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা দিয়ে ইবাদতে নিজেকে নিবেদিত করতে হাদীয় গ্রহণ করবে তাতে কোন অসুবিধে নেই।

10- আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত,

---

[36] হাশিয়াতুর রুহুনী, (7/14); আলইসতি'জার আলা ফি'লীল কুরবাতিশ শার 'ঈয়্যাহ, পৃ. 128।

[37] আলমুসনাদ, (4/437-445); সুনান তিরমিযী, (5/179), কিতাব নং 46, বাব নং 20, হাদীস নং 2917, আলবানী রহ. সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাতে (1/117), হাদীস নং 257, সহীহ বলেছেন।

[38] তিনি আব্দুর রহমান ইবন শিবল আলআনসারী আলআওসী, একজন বিশিষ্ট সাহাবী, হামসে অবস্থান করেছেন। মু'আবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর জামানায় মারা যান। দেখুন, আততাকরীব, পৃ. 342, তাহযীবুত তাহযীব, (6/193); আসইতসি'আব, (2/395); আলইসাবাহ, (4/315)।

[39] মুসনাদ আহমদ, (3/428, 444); শারহু মা'আনিল আসার, (3/18), কিতাবন নিকাহ, বাবু আততাজওয়ীজু 'আলা সূরাতিন মিনাল কুরআন, ইমাম যাইলা'ঈ রহ. বলেছেন, সনদের রাবীগণ সিকাহ ; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ, (4/98); আলবানী রহ. সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাতে (1/121), হাদীস নং 260, সহীহ বলেছেন ; নাসবুর রায়াহ, (4/136)।

[40] প্রাগুক্ত।

[41] নাইলুল আওতার, (5/322)।

[42] সহীহ বুখারী, (6/496), কিতাবুল আম্বিয়া, অধ্যায় নং 60, বাব নং 50, হাদীস নং 3461।

«مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» يَعْنِي رِيحَهَا

“[illegible], [illegible][43]
[illegible]: [illegible], [illegible]-[illegible][44]
[illegible]:
([illegible]) [illegible]; [illegible]
([illegible]) [illegible][45]

[illegible]: [illegible]:
[illegible], [illegible]
‘[illegible]
[illegible]-[illegible]. [illegible], [illegible], “[illegible]
‘[illegible]” [illegible][46] [illegible]. [illegible][47]
[illegible]:
([illegible]) [illegible]
([illegible]) [illegible]

[illegible]: [illegible]:
([illegible]) [illegible][48]
[illegible]:
([illegible]) [illegible]; [illegible][49]
([illegible]) [illegible]- [illegible]
([illegible]) [illegible]- [illegible]; [illegible]

---

[43] [illegible], (3/323), [illegible], [illegible]‘[illegible], [illegible] 3664, [illegible]. [illegible] (2/697), [illegible] 3112 [illegible]
[44] [illegible], (5/322)[illegible]
[45] [illegible]‘[illegible], (30/206-207)[illegible]
[46] [illegible], (6/223), [illegible]‘ [illegible], [illegible]‘[illegible], [illegible] 884; [illegible], (7/20), [illegible]’[illegible] 1307[illegible]
[47] [illegible], (7/20), [illegible]’[illegible] 1307[illegible]
[48] [illegible]‘[illegible]‘[illegible], (4/191)[illegible]
[49] [illegible]‘[illegible], (1/335)[illegible]

([illegible]) [illegible]; [illegible]

2- [illegible]‘[illegible],

﴿ أَمۡ تَسۡـَٔلُهُمۡ أَجۡرٗا فَهُم مِّن مَّغۡرَمٖ مُّثۡقَلُونَ ٤٦ ﴾ [القلم: ٤٦]

“[illegible]? [illegible]”[50]

[illegible]: [illegible], [illegible][51]

3- [illegible]

[illegible]:

([illegible]) [illegible]

([illegible]) [illegible][52]

4- [illegible] ‘[illegible]‘[illegible] ‘[illegible]

[illegible]:

([illegible]) [illegible]; [illegible]

([illegible]) [illegible] ‘[illegible]‘[illegible] ‘[illegible], [illegible][53]

[illegible]: ([illegible])

[illegible]: [illegible]:

1- [illegible] ‘[illegible],

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ، فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، إِنَّ فِي المَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا المَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ»

[illegible] ‘[illegible], [illegible]

[50] [illegible], [illegible]: 46[illegible]
[51] [illegible]‘[illegible]‘[illegible], (4/191)[illegible]
[52] [illegible], (16/37); [illegible]‘[illegible]‘[illegible], (4/192)[illegible]
[53] [illegible], (16/37)[illegible]

কুপের কাছে বসবাসকারীদের একজন এসে তাদের বলল, আপনাদের মধ্যে কি কোন ঝাঁড়-ফুকারী আছেন? কুপ এলাকায় একজন সাপ বা বিচ্ছু দংশিত লোক আছে। তখন সাহাবীগণের মধ্যে একজন সেখানে গেলেন। এরপর কিছু বকরী দানের বিনিময়ে তিনি সূরা ফাতিহা পড়লেন (এবং ফুঁক দিলেন)। ফলে লোকটি আরোগ্য লাভ করলো। এরপর তিনি বকরীগুলো নিয়ে তার সাথীদের নিকট আসলেন; কিন্তু তারা কাজটি পছন্দ করলেন না। তারা বললেন, আপনি আল্লাহর কিতাবের দ্বারা বিনিময় গ্রহণ করেছেন। অবশেষে তারা মদীনায় পৌঁছে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইনি আল্লাহর কিতাবের দ্বারা বিনিময় গ্রহণ করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যে সকল জিনিসের উপর তোমরা বিনিময় গ্রহণ করে থাক, তন্মধ্যে সব চেয়ে বড় হল আল্লাহর কিতাব।" বুখারী।[54]

2- ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত হাদীস। এতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ»

"তোমরা কিভাবে জানলে যে, এটি (সূরা আল-ফাতিহা) রোগ নিরাময়কারী (ঝাড়-ফুকারী)? ঠিক আছে বকরীগুলো নিয়ে যাও এবং তাতে আমার জন্যও এক অংশ রেখে দিও।" বুখারী।[55]

3- অনুরূপ খারিজা ইবন সালত্ আত-তামীমী[56] রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«كُلْ فَلَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ»

"তুমি এগুলো খেতে পারো। আমার জীবনের কসম! লোকজন তো বাতিল মন্ত্র দিয়ে রোজগার করে। তুমি তো সত্য ঝাড়ফুঁক দ্বারা রোজগার করেছো।" আহমদ, আবূ দাউদ।[57]

উপরোক্ত হাদীসসমূহের জবাব:

(ক) হাদীসে প্রতিদান দ্বারা সাওয়াব বুঝানো হয়েছে।
তাদের এ সমালোচনার জবাবে বলা যায় যে, হাদীসে বর্ণিত ঘটনার দ্বারা এরূপ বুঝায় না। কেননা তারা ঝাড়ফুঁক করে বিনিময় গ্রহণ করেছে। আর হাদীসের শব্দ এখানে 'আম তথা ব্যাপক অর্থে।

(খ) পারিশ্রমিক গ্রহণ করার ব্যাপারে শাস্তির হুমকি প্রদান করে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর দ্বারা উপরোক্ত হাদীসসমূহ মানসূখ হয়ে গেছে।
তাদের এ সমালোচনার প্রত্যুত্তরে বলা যায়, নসখের দাবী করলে তার স্বপক্ষে দলিল-প্রমাণ থাকতে হবে। আর নসের মূল বিধান হলো নসখ না হওয়া; বিশেষ করে যদি সবগুলো একত্রিত করা সম্ভব হয়।[58]

(গ) সাহাবীগণ যাদের থেকে বিনিময় গ্রহণ করেছেন তারা কাফির ছিলেন। ফলে তাদের সম্পদ গ্রহণ করা জায়েয ছিলো যেমনিভাবে ফায়ী গ্রহণ করা জায়েয।
তাদের এ দলিল খণ্ডনে বলা যায়, তাদের থেকে যে সম্পদ গ্রহণ করা হয়েছে তা ঝাড়ফুঁকের বিনিময়ে, জোরপূর্বক নেওয়া হয় নি।

(ঘ) সাহাবীগণ যে এলাকায় গিয়েছিলেন তাদেরকে মেহমানদারী করা ওয়াজিব ছিলো; কিন্তু তারা তা করে নি। ফলে তাদের থেকে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয ছিলো।
তাদের এ যুক্তির পর্যালোচনায় বলা যায়, অমুসলিমগণ শরী'আতের শাখা মাস'আলার ব্যাপারে মুখাতিব (মুকাল্লিফ) নয়; যদিও তাদেরকে মুখাতিব করা হয় তবে তা শর্ত ব্যতিত শুদ্ধ নয়, আর তা হলো নিয়াত। আর তাদের মুখাতিব হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো ইসলাম গ্রহণ করা।

---

[54] সহীহ আলবুখারী, (10/198), কিতাবুত তিব, অধ্যয় নং 76, বাব নং 33-34, হাদীস নং 5736 ও 5737।
[55] প্রাগুক্ত।
[56] খারিজাহ ইবন আসসালত আলবারজামী আলকূফী, তৃতীয় তাবাকার মাকবূল, তিনি ইবন মাস'ঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তার থেকে আশশা'বী রহ. বর্ণনা করেছেন। দেখুন, আততাকরীব, (পৃ. 186); আলখুলাসাহ, (1/273), তাহযীবুত তাহযীব, (3/75)।
[57] আলমুসনাদ, (5/211); সুনান আবূ দাউদ, (4/14), কিতাবুত তিব, বাবু কাইফার রুকা? হাদীস নং 3901, আলবানী রহ. সহীহ সুনান আবূ দাউদে (2/738), হাদীস নং 3301 এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তাছাড়াও ইমাম হাকিম ও ইবন হিব্বান রহ.ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। দেখুন, নাইলুল আওতার, (5/322)।
[58] 'উমদাতুল কারী, (12/96)।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][59]

4- [illegible]

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟» قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي، فَقَالَ: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا» فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: «التَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَلَمْ يَجِدْ، فَقَالَ: «أَمَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، لِسُوَرٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ: «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ»

[illegible][60]

[illegible][61]

[illegible]

[illegible]

---

[59] [illegible], (5/322); [illegible], (9/340); [illegible], (4/159); [illegible], ([illegible]. 338); [illegible], (16/172)

[60] [illegible], (9/175), [illegible] 67, [illegible] 32, [illegible] 5121; [illegible], (2/1040), [illegible] 16, [illegible] 13, [illegible] 1425

[61] [illegible], (9/215); [illegible], (16/85)

2

তাদের এ যুক্তির জবাবে বলা যায় যে, তাদের এ ধরণের অর্থ করা অন্য বর্ণনা দ্বারা প্রত্যাখানকৃত। যেহেতু অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “ তুমি যাও, আমি তোমার সাথে একে বিবাহ দিলাম । তুমি তাকে কুরআন শিক্ষা দাও।” তাছাড়া হাদীসে বর্ণিত “আল-বা” অব্যয়টি বিনিময়ে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবূ দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, “তুমি যাও, তাকে বিশটি আয়াত শিখিয়ে দাও।”

62

(খ) মহিলাটি তার মোহরানা দান করে দিয়েছিলো। কেননা লোকটি আহলে কুরআন ছিলো। এ দলিল খণ্ডনে বলা যায়, হাদীসের বর্ণনা ভঙ্গিতে প্রমাণ করে যে, লোকটি মোহরানা তালাশ করেছিলো; কিন্তু সে কুরআন শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন মোহরানা পায়নি।

63

দ্বিতীয়ত: আসার থেকে দলিল পেশ:
1- সাহাবী, তাবে‘ঈ ও তাবে-তাবে‘ঈদের থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা কুরআন তিলাওয়াতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদান করেছেন এবং এ ব্যাপারে ফাতওয়া দিয়েছেন।

64

এ দলিলের পর্যালোচনায় বলা যায়, এসব আসার নিষেধ হওয়া দলিলের সাথে বিরোধপূর্ণ। সুতরাং এ দু’ধরণের দলিলের মধ্যে তারজীহ তথা অগ্রাধিকার প্রদান করা দরকার।
2- শিক্ষকদের পারিশ্রমিক প্রদান করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মদীনাবাসীর ইজামা‘ রয়েছে।

65

এ দলিলের প্রত্যুত্তরে বলা হবে, মদীনাবাসীর ইজমা‘ মূলত দলিল নয়; কেননা ইজমা‘- এর শর্ত হলো সকলের ঐক্যমত হওয়া।
তবে তাদের এ সমালোচনার জবাবে বলা যায়, এটি মদীনাবাসীর ব্যবহারিক (ইজমা‘ আমালী) ইজমা‘ যা কোন কাজ ব্যাপকভাবে করার দ্বারা উক্ত কাজটি জায়েয হওয়ার উপর সাহাবীদের থেকে মুতাওয়াতির হওয়ার সাদৃশ।
তৃতীয়ত: ‘আকলী যুক্তি:
1- কুরআন ও শর‘ঈ ইলম শিক্ষা দেওয়া কোন শিক্ষকের উপর ফরয নয় এবং তার এ কাজ শুরু করাও অত্যাবশ্যকীয় নয়। সুতরাং শিক্ষার জন্য বসা ও এ কাজে নিজেকে সর্বদা নিয়োজিত রাখার বিনিময়ে তার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয।

66

2- এ কাজের বিনিময়ে তার নিজের জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয় রিযিক গ্রহণ করা জায়েয। সুতরাং এ কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাও জায়েয। আর এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।
3- মসজিদ নির্মাণ ও এ জাতীয় কাজ করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয। এমনিভাবে দীনি ইলম শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাও জায়েয।

67

4- এটি এক ধরণের উপকার যা পারিশ্রমিক প্রদানকারীর কাছে পৌঁছে। সুতরাং অন্যান্য উপকারের মতো কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাও জায়েয।

68

5- যারা কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ মনে করেন না, তারা কিন্তু জা‘আলাহ অর্থাৎ কাউকে কোন কাজের বিনিময়ে কিছু প্রদান
করা (চাই তা পারিশ্রমিক হোক বা হাদীয়া ইত্যাদি) হিসেবে জায়েয মনে করেন। সুতরাং তাদের উচিত জা‘আলাহর উপর কিয়াস করে কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণকেও জায়েয বলা।

69

62 সুনান আবূ দাউদ, (2/237), হাদীস নং 2112।
63 আলইসতিযকার, (16/81-82); আলবিনায়াহ, (9/340)।
64 আলআসার ফিল মুহাল্লা, (7/20); আলমুসান্নাফ, ইবন আবূ শাইবাহ, (6/220), কিতাবুল বুয়ূ‘ ওয়ালআকদিয়্যাহ, বাবু আজরুল মু‘আল্লিাম।
65 আলবায়ান ওয়াততাহসীল, (8/452); হাশিয়াতুর রাহুনী, (7/14)।
66 আলবায়ান ওয়াততাহসীল, (8/453- 454)।
67 আলমুগনী, (8/138- 139)।
68 মাজমু‘উল ফাতাওয়া, (30/207)।
69 শারহুল মুনতাহা, (2/366)।

তৃতীয় অভিমত প্রদানকারীদের দলিল :

তাদের মতে কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয ; তবে অন্যান্য দীনি ইলম শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয নেই। তাদের দলিল হলো:

1- উপরে বর্ণিত আবূ সা'ঈদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীস। সেখানে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ»

"যে সকল জিনিসের উপর তোমরা বিনিময় গ্রহণ করে থাক, তন্মধ্যে সব চেয়ে বড় হল আল্লাহর কিতাব।" বুখারী।[70]

এ দলিলের প্রত্যুত্তরে বলা যায়, ঝাড়ফুঁকের উপর কিয়াস করে সমস্ত শর'ঈ ইলমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয সাব্যস্ত হওয়ার দলিল।

2- কুরআন শিক্ষা হলো নিয়মতান্ত্রিক। অন্যান্য ইলম্ এ ধরণের নিয়মতান্ত্রিক নয়। কেননা মাসায়িল ও ইলম অসংখ্য। তবে সেগুলো যদি নিয়মতান্ত্রিক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় এবং তা শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিয়োগ করা হয় তবে তা জায়েয।[71]

চতুর্থ অভিমত ব্যক্তকারীদের দলিল :

(কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয; ফিকহ, হাদীস ও এ ধরণের শর'ঈ অন্যান্য ইলম্ শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া মাকরূহ)।

1- শর'ঈ ইলম শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া মদীনাবাসীদের আমল ছিলো না।[72]

তাদের এ দলিলের প্রত্যুত্তরে বলা যায়, মদীনাবাসী পারিশ্রমিক গ্রহণ না করলে সে কাজটি করা হারাম হওয়া অত্যাবশ্যকীয় নয়। তাছাড়া তাদের এ দলিল বাস্তবতা বিরোধী; বরং মদীনাবাসীদের মধ্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার প্রচলন রয়েছে।[73]

2- দীনি ইলমের ব্যাপারে পারিশ্রমিক গ্রহণ করলে দীনি ইলমের শিক্ষার্থী কমে যাওয়া ও শরী'আত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু কুরআনের ব্যাপারে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।[74]

তাদের এ আশংকার প্রত্যুত্তরে বলা যায়, এ ধরণের ক্ষতিগ্রস্ততার চেয়ে বড় ক্ষতির আশংকা রয়েছে দীনি ইলম শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক না নিলে। কেননা তখন শিক্ষক কমে যাবে এবং এ কাজে সার্বক্ষণিক নিবেদিত লোক পাওয়া যাবে না। যেহেতু প্রত্যেক মানুষেরই জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন না কোন কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে সমাজে অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়বে এবং দীনি ইলম বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

3- কুরআন পুরোটাই সত্য, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ, যা অন্যান্য ইলমের ব্যাপারে বৈধ নয়; যেহেতু তাতে সত্য ও মিথ্যা উভয় ধরণের ব্যাপার মিশ্রিত।[75]

তাদের এ যুক্তি খণ্ডনে বলা যায় **:** তাদের যুক্তি অনুসারে দীনি ইলমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয না হলে অন্যান্য মুবাহ তথা বৈধ ইলম যেমন গণিত, বীজ গণিত ইত্যাদির ব্যাপারেও পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয নেই। যেহেতু এসব ইলমে সত্য ও মিথ্যা মিশ্রিত রয়েছে।

পঞ্চম অভিমত ব্যক্তকারীদের দলিল :

তারা প্রয়োজন থাকলে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয; তবে প্রয়োজন না থাকলে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয নেই বলেছেন।

---

[70] হাদীসের তাখরীজ ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।
[71] আলউম্ম, (2/140); আসনাল মাতালিব, (2/41); শারহুল গুরারিল বাহিয়্যাহ, (3/318)।
[72] আলবায়ান ওয়াততাহসীল, (8/452- 454); হাশিয়াতুদ দুসূকী, (4/18); হাশিয়াতুল 'আদায়ী 'আলা শারহি কিফায়াতুল তালিবির রাব্বানী, (2/197)।
[73] আলবায়ান ওয়াততাহসীল, (8/452); হাশিয়াতুর রাহুনী, (7/14)।
[74] হাশিয়াতুদ দুসূকী, (4/18)।
[75] হাশিয়াতুল খারশী, (7/17); ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, (2/115)।

1- তারা জায়েয ও না জায়েয মত ব্যক্তকারীদের দলিল পেশ করে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। সুতরাং প্রয়োজন থাকলে জায়েয বলেছেন। আর প্রয়োজন না থাকলে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা না জায়েয বলেছেন।
2- তারা উসূলে ফিকহের কায়েদা থেকে দলিল পেশ করেছেন যে , জনসাধারণের প্রয়োজন জরুরী পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।[76] আর দীনি শিক্ষার প্রয়োজনীতা ছোট-বড় সকলের অত্যাবশ্যকীয় সাধারণ জরুরী বিষয়। আর এ ধরণের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষাদান কার্যক্রমে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত না থাকলে সকল মানুষের উপকার সাধিত হবে না। তাছাড়া শিক্ষকদের দিক বিবেচনা করলেও তাদের পারিশ্রমিক নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা তারা জীবিকা নির্বাহের কাজ ত্যাগ করে সার্বক্ষণিক শিক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকলে তাদের নিজেদের ও পরিবারের জীবিকা নির্বাহে বিরাট সমস্যা দেখা দিবে এবং তারা অভাব -অনটনে পতিত হবে।
3- বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে শিক্ষকদের জন্য জীবিকা নির্বাহের সামান্য খরচ যথেষ্ট নয় , ফলে তাদের পারিশ্রমিক নেওয়া প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাইতুল মাল থেকে জীবিকা নির্বাহের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খরচ বহন করলে তাদের জন্য আলাদা পারিশ্রমিক গ্রহণ করার দরকার পড়ে না। পরবর্তী যুগের হানাফী আলেমগণ যখন মানুষের মধ্যে দীনি ব্যাপারে অবহেলা ও মন্দাভাব অনুধাবন এবং শিক্ষকদের জীবিকা নির্বাহের ব্যয়ভার বহনে শৈথিল্য দেখল তখন তারা মাযহাবের পূর্ববর্তী আলেমদের ফাতওয়া থেকে সরে এসে ইসতিহসান হিসেবে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয ফাতওয়া দিয়েছেন। যেহেতু এ বিষয়টিতে সর্বসাধারণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং তারা এটিকে ‘উমূমে বালওয়া তথা সকলের প্রয়োজনীয়তার বিবেচনায় জায়েযের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[77]
4- ইয়াতীমের অভিভাবকের ওপর কিয়াস করে এটিকে জায়েয বলা যায়। যেহেতু অভাব থাকলে ইয়াতীমের দেখভালকারীর জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে তার সম্পদ থেকে গ্রহণ করা জায়েয। কিন্তু অভাবী না হলে তার সম্পদ খাবে না। যেমন আল্লাহ তা ‘আলা বলেছেন,

﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ ٦﴾ [النساء : ٦]

“আর যে ধনী সে যেন সংযত থাকে , আর যে দরিদ্র সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে খায়।”[78]
ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন, দরিদ্র হলে ইয়াতীমের অভিভাবককে যেমন তার সম্পদ থেকে নেওয়ার অনুমতি মহান আল্লাহ দিয়েছেন , ধনী হলে সংযত থাকতে বলেছেন , তেমনিভাবে দীনি ইলমের শিক্ষকদের অভাব থাকলে পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে , আর অভাব না থাকলে গ্রহণ করবে না।[79]

5- পারিশ্রমিক গ্রহণ করা ইখলাসের পরিপন্থী নয়। সে কাজটি একমাত্র মহান আল্লাহ উদ্দেশ্যে করছে বলে নিয়াত করবে। আর স্বীয় প্রয়োজন মেটাতে বিনিময় গ্রহণ করবে।

ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন, “অভাবী ব্যক্তি যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এ ধরণের কাজ করবে এবং তার প্রয়োজন মেটাতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে ও সে পারিশ্রমিক দ্বারা আল্লাহর আনুগত্যের কাজে সাহায্য করবে তবে সে তার নিয়াত অনুসারে আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাবে।”[80]
“তাছাড়া পরিবার পরিজনের জীবিকা নির্বাহে ব্যয় করা ফরয। সুতরাং যে ব্যক্তি শিক্ষা কাজে নিয়োজিত থাকায় জীবিকা নির্বাহের ব্যয় কামাই করতে অক্ষম হয় তখন

[76] আলমানসূর, (2/24); আলআশবাহ ওয়ান নাযায়ির, (পৃ. 88); গামযু ‘উয়ূনিল বাসায়ির, (1/293); দুরারুল হুক্কাম, (1/42)।
[77] শারহুল ‘ইনায়াহ, (9/98); আলবিনায়াহ, (9/342); হাশিয়াতু ইবন আবিদীন, (6/58); গামযু ‘উয়ূনিল বাসায়ির, (1/287); ‘উমূমুল বালওয়া, পৃ, 373 -415।
[78] সূরা আন-নিসা, আয়াত: 6।
[79] মাজমূ ‘উল ফাতাওয়া, (24/316), (30/206)।
[80] মাজমূ ‘উল ফাতাওয়া, (24/316), (30/206)।

তার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয , যেহেতু তার পরিবারের ব্যয়ভার করা তার জন্য ফরয ; যদিও এখানে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে ফরয বলা হয় নি।"[81]

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, "অভাবী ব্যক্তি যদি কুরআন ও দীনি শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে , তার পক্ষে এ কাজটি আল্লাহর জন্য করার নিয়াত করা সম্ভব এবং এ কাজের বিনিময় গ্রহণ করে তা দ্বারা ইবাদতের কাজে সহযোগিতা নিতে পারে। কেননা পরিবারের জন্য ব্যয়ভার বহন করা তার ওপর ফরয। সুতরাং এর দ্বারা সে তার ফরয আদায় করতে পারবে। কিন্তু ধনীর ব্যাপার আলাদা। কেননা তার জীবিকা নির্বাহে ব্যয়ভারের প্রয়োজনীয় তা নেই। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে তার এ কাজ করার দরকার পড়ে না। বরং আল্লাহ যেহেতু তাকে ধনবান করেছেন , সুতরাং সে এ দায়িত্ব আদায়ে দায়িত্বশীল (মুখাতিব) হওয়ায় তার উপর এ কাজ করা ফরযে কিফায়া। সে ব্যতীত এ কাজ করার কেউ না থাকলে তার উপর এ কাজ করা ফরযে আইন হয়ে যায়।"[82]

6- ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, ইসলামী শরী'আতের সব উসূল এ মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে , নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের ব্যাপারে অভাবী ও সামর্থবানদের মধ্যে পার্থক্য বিধান করেছে , যেমনিভাবে আদিষ্ট বিষয়ের ব্যাপারে পার্থক্য করে থাকে। এ কারণে প্রয়োজনে হারাম জিনিসকে হালাল করা হয়েছে। বিশেষ করে এর দ্বারা যখন তাকে মানুষের কাছে প্রার্থনা করা থেকে মুখাপেক্ষীহীন করে। কেননা মানুষের কাছে চাওয়া অত্যন্ত ঘৃণিত হারাম কাজ। এ কারণে আলেমগণ বলেছেন , নিত্যপ্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় জিনিস তাকে দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু সে যদি হালাল জিনিস থেকে তা না পায় তবে সন্দেহজনক কামাই থেকে তা পূর্ণ করা বৈধ।

তিনি আরো বলেছেন , এ কারণে আলেমগণ ঐক্যমত হয়েছেন যে , বিচারক ও তাদের ন্যায় অন্যান্যদেরকে প্রয়োজনে জীবিকা নির্বাহের ব্যয়ভার দেওয়া জায়েয। তবে তারা ধনী বিচারকদের ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। এ মাস'আলার মূলনীতি হলো আলকুরআনে ইয়াতীমদের ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী ,

﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ٦ ﴾ [النساء : ٦]

"আর যে ধনী সে যেন সংযত থাকে , আর যে দরিদ্র সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে খায়।"[83]

এরূপ সব মাস'আলার ক্ষেত্রে বলা হবে। যেহেতু শরী'আতের মূলনীতি হলো কল্যাণ সাধন করা ও তা পরিপূর্ণ করা এবং অকল্যাণ দূরীভুত করা ও তা যথাসাধ্য কমিয়ে আনা। আর আল্লাহভীতি হলো দু'টি উত্তম কাজের তুলনামূলক নিম্ন কাজটি ছেড়ে সর্বাধিক উত্তমটি অগ্রাধিকার দেওয়া। আর দু'টি মন্দ কাজের সবচেয়ে মন্দ কাজটি প্রতিহত করা , যদিও তুলনামূলক কম মন্দটি অর্জিত হয়ে যায়।[84]

অগ্রাধিকার :

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে পঞ্চম অভিমত ব্যক্তকারীদের মতটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত - আল্লাহই অধিক জ্ঞাত -। এর কারণ হলো:

1- এ অভিমত ব্যক্তকারীদের শক্তিশালী দলিল ও দলিলের যৌক্তিকতা।
2- এ মতটিতে সকল অভিমত ব্যক্তকারীদের দলিল একত্রিত করা হয়েছে এবং কোন মতকে বাদ দেওয়া হয় নি।
3- কুরআন ও দীনি শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ নিষিদ্ধ অভিমতের চেয়ে শর্তসাপেক্ষে জায়েয অভিমতে শরী'আতের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয়।
4- এ মতটি কুরআনে ইয়াতীমদের অভিভাবকদের ব্যাপারে বর্ণিত মূলনীতির সাথে ঐক্যমত , যে মূলনীতি প্রমাণ করে যে , শরী'আতে এ ধরণের উপমা আরো রয়েছে।
5- বর্তমান যুগে মানুষের দীনদারীতা ও ঈমানী শক্তি কমে যাওয়ায় এ মতানুসারে ফাতওয়া প্রদান না করে কোন উপায় নেই। যদি পারিশ্রমিক গ্রহণ হারাম করা হয় তবে অজ্ঞতা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং দীনদারীতা বিলুপ্ত হবে। আবার শর্তহীনভাবে জায়েয বলাও বিতর্কিত ; যেহেতু না জায়েযের পক্ষে শক্তিশালী দলিল রয়েছে। সুতরাং দু'টি মতকে একত্রিত করে সমতা বিধান করা হয়েছে।

[81] মাজমূ'উল ফাতাওয়া, (30/206)।
[82] মাজমূ'উল ফাতাওয়া, (30/207)।
[83] সূরা আন-নিসা , আয়াত: 6।
[84] মাজমূ'উল ফাতাওয়া, (30/193)।

2

6- এটি এমন একটি বিষয় যা উমূমে বালওয়া হিসেবে দাঁড়িয়েছে এবং এটি সকলেরই অত্যন্ত প্রয়োজন।

85

মতানৈক্যের কারণ:
আলেমদের মধ্যে এ মাস’আলার ব্যাপারে মতানৈক্যের কারণ হলো, যেসব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা শর্ত সেসব কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয নাকি জায়েয নেই? যেমন ইমামতি করা, আযান দেওয়া ইত্যাদি।

86

মতানৈক্যের ফলাফল:
উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, নিষেধকারীদের মতে পারিশ্রমিক বা পারিশ্রমিকের অনুরূপ অন্য কিছু গ্রহণ করা যাবে না। আর জায়েযকারীদের মতে পারিশ্রমিক নেওয়া যাবে।

87

85 ‘উমূমুল বালওয়া, (পৃ. 373 ও 415)।
86 মাজমূ‘উল ফাতাওয়া, (30/206)।
87 ইসারুল ইনসাফ ফি আসারিল খিলাফ, (পৃ. 336)।